খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 14 ❑ 19 June, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিজেপি বিধায়কের বাড়িতেই বুথ সভাপতিকে ধারালো অস্ত্রের কোপ

সৌজন্যের নজির বিজেপি- তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ লিজে নেওয়া জমি নিয়ে বিবাদ। বিজেপি বিধায়কের বাড়িতে গিয়েছিলেন জমি সুরাহা করতে। অভিযোগ, বিধায়কের বাড়িতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা করল বিজেপির বুথ সভাপতি কে। আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলে দা হাতে নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী পলাশ ঢালী। গুরুতর আহত বিজেপির বুথ সভাপতি রামপ্রসাদ শিকদারকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে, বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদারের গোপালনগরের বাড়িতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত রামপ্রসাদ শিকদারের সঙ্গে অভিযুক্ত পলাশ ঢালীর জমির লিজের টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিবাদ চলছে। এদিন সকালে স্থানীয় পাল্লা বাজারের একটি চায়ের দোকানে দুজনে মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। তারপরেই বিবাদ মেটাতে উভয়পক্ষ বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়িতে যান। অভিযোগ, সেই সময় জমির মালিক পলাশ ঢালী আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে রামপ্রসাদ শিকদারের উপর চড়াও হয়। এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। মাথায় আঘাত লাগে। বিধায়কের বাড়ি উপস্থিত লোকেরা কোনক্রমে পলাশকে আটকায় এবং তড়িঘড়ি রামপ্রসাদ শিকদারকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে; ন'টি সেলাই পড়েছে।

এই ঘটনার পর অভিযুক্তর কোপানোর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। বিধায়কের বাড়িতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, বাড়িতে ঘটনাটি যখন ঘটেছে, তিনি নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। চিৎকার চেঁচামেচিতে বিষয়টি জানতে পারেন। অভিযুক্ত পলাশ ঢালীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ছবি দেখা গেল। আহত বিজেপির বুথ সভাপতিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন বিজেপি ও তৃণমূলের নেতারা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা মান্না দে বিজেপির মন্ডল সভাপতি মঙ্গল কীর্তনীয়ার কথায়, এখানে কোনও রাজনীতি নেই। বিপদের দিনে বন্ধুত্বের টানে রাজনীতি ভুলে পাশে দাঁড়াতে একজোট হয়েছি আমরা। গোপালনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমে অভিযুক্তের সন্ধান শুরু করেছে।

বেপরোয়া গতির খেসারত দিতে হল দুই যুবককে

প্রতিনিধি ঃ শনিবার সাত সকালেই রাস্তার ধারে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল একটি বাইক। পুলিশের অনুমান, বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর ফলেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই দুই যুবকের। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ওই দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ - দত্তফুলিয়া রাজ্য সড়কের বাগদার আন্দুলপোতা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই যুবকের নাম মানিক সর্দার (১৬) এবং বাপি ওরাং (২৭)। তাদের বাড়ি বাগদার মালিপোতা পঞ্চায়েতের ওরাংপাড়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোর তিনটের সময় মালিপোতার ওরাংপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকেই দুই যুবক মানিক এবং বাপি বাইক নিয়ে বের হয়েছিলেন। বাপির পিসতুতো ভাই মানিক। এরপর তাদের আর কোন খোঁজ পাননি পরিবারের লোকজন। পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এসে মৃত দুই যুবকের দেহ শনাক্ত করেন।

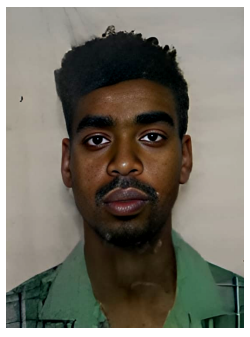

মৃত মানিক সর্দার ও বাপি ওরাং। ছবি ঃ নিজস্ব

মন্দিরে ভাঙচুর করে শিবলিঙ্গ চুরি! চাঞ্চল্য এলাকায়, ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

প্রতিনিধি ঃ মন্দিরে এমন কান্ড ঘটিয়ে, শিব লিঙ্গ চুরি করেই বাড়ি নিয়ে গেল চোর! ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো বাগদার মালিপোতায়। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার মালিপোতা বটতলা এলাকায় শীতলা মন্দিরেই ভাঙচুর চালিয়ে শিবলিঙ্গ নিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। বনগাঁ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তদন্ত শুরু করে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদের পর উঠে আসে অশোক ঘোষের নাম। জানা যায়, মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমে মা শীতলার মূর্তি ভাঙে সে এবং পরে শিবলিঙ্গ নিয়ে বাড়ি চলে যায় অশোক ঘোষ। অভিযুক্তের স্ত্রী পুলিশি জেরায় জানিয়েছেন, ঘটনার সময় অশোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। এমনকি বাড়িতে শিবলিঙ্গ নিয়ে আসার পর স্ত্রী তাকে সেটি মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়ে আসতেও বলেন। তবে তার আগেই পুলিশ তদন্তে নেমে অশোককে চিহ্নিত করে এবং গ্রেফতার করে। এরপর ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত কুমুদিনীর চতুর্থ শ্রেণী কর্মী, ধৃত ১

প্রতিনিধি ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল স্কুলের দপ্তরি সহ দুজনার বিরুদ্ধে। অভিযোগে পেয়ে স্কুলের ওই কর্মচারীকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত কর্মচারীর নাম বাসুদেব সরকার। বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বিদ্যালয় এর দপ্তরী কর্মী। আরেক অভিযুক্ত নীলকমল দাস পলাতক। জানা গিয়েছে, বাসুদেব ও নীলকমল দুই বন্ধু। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা অপরাজিতা সরকারে অভিযোগ, প্রায় বছরখানেক আগে তাকে সরকারি হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার নাম করে তার থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে দুই অভিযুক্ত। তাদের কথামতো বনগাঁর ওই স্কুলে গিয়ে দেড় লক্ষ টাকা বনগাঁর ওই স্কুলে গিয়ে দিয়ে আসেন তিনি। এমনকি তাদের দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে ইন্টারভিউ হয় বলে জানান মহিলা। পরে তিনি বুঝতে পারেন, এটি ভুয়ো ইন্টারভিউ। তারপর তিনি বাসুদেব সরদারকে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বললে তিনি অস্বীকার করেন। বুধবার তার অভিযোগের ভিত্তিতে বনগাঁ থানার পুলিশ বাসুদেব সরকারকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালাতে পাঠালে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই বিষয়ে বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জানান, বাসুদেব সরদার এই স্কুলে প্রায় ৩৩ বছর ধরে চাকরি করছেন। এই ঘটনার সাথে স্কুল কোনোভাবেই জড়িত নয়। এই ঘটনা খুবই লজ্জাজনক স্কুলের কাছে দোষীদের শাস্তির দাবি করেছেন তিনি।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

ঠাকুরবাড়ি এলাকায় ধারালো অস্ত্রের কোপ, জখম ৬, ধৃত ১

প্রতিনিধি ঃ বাইকে বসাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দির এলাকায় বহিরাগতদের ভিড় হয়। মাঝেমধ্যে তাদের মধ্যে ঝগড়া আশান্তি লেগে থাকে। সোমবার রাত আটটা নাগাদ একটি বাইকের উপর বসাকে কেন্দ্র করে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। তারপরেই কয়েকজন সেখান থেকে চলে যায়। কিছু সময় পরেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে অভিযুক্ত। এলোপাতাড়ি

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৪ ❐ ১৯ জুন, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

ভাষা বিভ্রাট

আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, মাতৃভাষার সুবাদে আমরা সকলেই বাঙালী। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব। আমাদের সুমধুর বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সহ আরও অনেকে। ব্রিটিশ শাসনকালে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের ফলে বাংলা ভাষা-ভাষীদের দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। যার ফলে সৃষ্টি হয় অধুনা বাংলাদেশের। এই দেশের অধিবাসীবৃন্দ ও ভাষার সুবাদে বাঙালী। এখানেই সমস্যা। পৃথিবী বৃহত্তম গনতন্ত্রের অন্যতম আমাদের এই ভারতবর্ষ। এখানে প্রকৃতিতে আছে যেমন বৈচিত্র, তেমনি ভাষার বৈচিত্র আরও বেশি। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা মিলিয়ে আমাদের এই মহান ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ৭০০-এর বেশী। অর্থনীতিতে বর্তমান ভারতবর্ষ মজবুত হলেও পশ্চিবঙ্গে কর্মসংস্থান খুবই কম। তাই জীবিকার সন্ধানে একটা শ্রেনীকে 'পরিযায়ী শ্রমিক' হয়ে ঘুরে ফিরতে হয় ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। বর্তমান সময়ে সেখানে ও বাদ সেঁধেছে ভাষা। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ৩ জন বাঙালী ও উত্তর ২৪ পরগণার বাগদার ২ জন বাঙালীকে শুধুমাত্র ভাষার কারণে মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও তাঁদের কাছে বৈধ ভোটার-আধার- রেশন কার্ড ছিল। তবুও তাঁদের কথার গুরুত্ব না দিয়ে বা তাঁদের বৈধ কাগজপত্রের মান্যতা না দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরবর্তীতে যদিও সকলকে দেশে ফেরানো হয়েছে। তাহলে বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? বাঙালী হওয়াটা কি অপরাধ? তিলোত্তমা কোলকাতায় তো বহু অবাঙালী বহু কাল ধরে বংশানুক্রমে বসবাস করে চলেছে। তাঁদের তো কখনও ভিন্ন ভাষী বলে সমস্যায় পড়তে হয় না। তারা তো নির্বিঘ্নে বসবাস করে, ব্যবসা-বানিজ্য করে। সাম্প্রতিক এই ঘটনা বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বাঙালী সব সময় পথ দেখিয়েছে, শুধুমাত্র ভাষার কারণে, সে বাঙালী আজ নিপীড়িত। হায়রে গর্বের মাতৃভাষা—বাংলা! ভাষার কারণে নিপীড়ণ কী এখানেই থামবে, না কী বাঙালী সমাজ নতুন করে ভাববে নতুন কথা!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

বর্ণ : এই ধারাটি নিশ্চিত করে যে, কোনও ব্যক্তির গায়ের রঙ বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তার প্রতি কোনও বৈষম্য করা যাবে না। জাপানে যারা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন আইনু বা ওকিনাওয়ান জনগোষ্ঠী, তাদের অধিকার রক্ষায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্ম : জাপানের সংবিধান একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এই ধারাটি নিশ্চিত করে যে, কোনও ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কারণে তার প্রতি কোনো বৈষম্য করা যাবে না। সকলেই যেন স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে অথবা কোনও রকম ধর্মাচরণ না করতেও পারে, এই অধিকার সংবিধান তাদের দিয়েছে।

লিঙ্গ : এই ধারাটি লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। এটি পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করে, যা কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থান, পদোন্নতি, এবং সমান মজুরির অধিকার সুরক্ষিত হয়।

সামাজিক মর্যাদা : জাপানের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে সামাজিক মর্যাদা বা শ্রেণীবিভাজন ছিল। এই ধারাটি সমস্ত বিভাজনকে নিষিদ্ধ করে। যার অর্থ হল, সমাজে কোনও ব্যক্তিকে জন্ম বা পেশার কারণে বৈষম্যের শিকার হতে হবে না।

পারিবারিক উৎস : এই অংশটি নিশ্চিত করে যে, কোনও ব্যক্তির জন্ম যে পরিবারে হয়েছে, তার ভিত্তিতে কোনও রকম বৈষম্য করা যাবে না। এটি ঐতিহ্যগতভাবে বংশগত বা পারিবারিক পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যমূলক প্রথাগুলিকে বেআইনী আখ্যায়িত করে।

৩. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতা (Equality in political, economic, or social relations):

এই ধারাটি শুধু আইনের চোখে সমতাই নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও সমতা নিশ্চিত করে।এই ধারাটিকেও নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

রাজনৈতিক সম্পর্ক : এই ধারা অনুসারে সকলের সমান ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার রয়েছে। কোনও ব্যক্তিকে তার বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, সামাজিক মর্যাদা বা পারিবারিক উৎসের কারণে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া যাবে না।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক : এটি কর্মসংস্থান, মজুরি, ব্যবসা পরিচালনা, সম্পত্তি অর্জন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সমান সুযোগের কথা বলে। যার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

সামাজিক সম্পর্ক : শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান এবং অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়। সমাজে কোনও ব্যক্তি তার পরিচয়ের কারণে

চলবে...

নিবন্ধ

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একদিন

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। 'আমার সোনার বাংলা' রচনাটিতে কুষ্টিয়ার কৃতী মানুষ গগণ হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটির প্রভাব সহজেই অনুমেয়, যা রবি প্রতিভায় ভিন্নভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ' থেকে ইন্দিরা দেবীকে একবার লিখেছিলেন, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা, তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।'

কলকাতা কবির শিল্পীসত্ত্বাকে অনুভব-আবিষ্কার করতে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু সেই বৈভবপূর্ণ প্রাসাদের বাইরে শিলাইদহের গ্রামীণ নৈসর্গিক জনপদে জগত ও জীবনকে নবরূপে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কবি। তাঁর কাব্যের স্বকীয়তা আর অভিনবত্ব বেশি ধরা দিয়েছিল 'সোনার তরী'র মতো বহমানতা থেকে। শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের আবেগের উপর তাৎপর্যপূর্ণ রেখাপাত করেছিল। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের সূচনায় তিনি লিখেছিলেন, 'আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনের বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা।'

১৮৮৯ সালে ত্রিশ বছর বয়সে কবি-জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি পরিদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন শিলাইদহের নতুন কর্মতীর্থে। তিনি কুঠিবাড়িতে বসবাসের পাশাপাশি পদ্মায় বোটে বসবাস করতেন। দীর্ঘ দশ বছর পর ১৮৯৯ সালে তিনি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা নিয়ে বর্তমান কুঠিবাড়িতে সংসার পাতেন এবং একাদিক্রমে দুই বছর এখানে অবস্থান করেন। কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ ২ দশকেরও বেশি সময় শিলাইদহে ছিলেন। অবশ্য তাঁর এই বসবাস একটানা ছিল না। তাঁর বসবাস ও সাহিত্য-সাধনার

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

াটসন্ন্যাসীর দিন ওটা তুলে তারপরে ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবে। চড়কের দিন সকাল থেকে তো পুজো হবেই। আরও অনেক কিছু হবে দেখিস। ভয় পাস না। হাজরা তলায় রাত্রিবেলায় যেতে হয়। হাজরা ঠাকুরকে ভোগ দিতে। পোড়া চ্যাং মাছ আরও কত কী!"

পরদিন আমি স্কুলে গিয়ে আগে চলে গিয়েছিলাম খেজুর গাছটার নিচে কী হচ্ছে দেখতে। সত্যিই একটা ত্রিপল চাঁদোয়া খাটিয়ে তিন দিক ঘেরা প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। খুব ছোট হলেও আট দশজন মিলে সে ঘরে বসতে পারে। পেছনের দিকে একটা বেদী মতো করা। ঠিক যেমন পতাকা উত্তোলনের জন্য বেদী করা হয়। দু 'থাকের। মনে হয় মাটিরই তৈরি। কিন্তু কাদা লেপে ঝকঝকে করে রাখা। এর উপরেই জল থেকে শিব লিঙ্গ তুলে রাখা হবে।

ভিতরে যে কয়েকজন বসে রয়েছে, তাদের গেঞ্জি কাপড় সব হলুদ রঙে ছোপানো। সুবোধ বিশ্বাসকে দেখলাম। মাঠ পাড়ার ধারের বিশ্বাস বাড়ির বড় ছেলে। এর বাবা বারিন বিশ্বাসের দাপট ছিল একসময়। দশ গ্রামের লোক চিনতো। যেমন ছিল তার বুদ্ধি তেমন ছিল তার জ্ঞান। নিজের সুখ দুঃখ বুঝে অন্য লোকের ব্যাপার-স্যাপারও বুঝে উঠতে পারত। প্রয়োজনে তাদের কোনও কোনও ব্যাপারে বিধানও দিতে পারত। এই বারিন বিশ্বাসের ছেলে সুবোধ বিশ্বাস।

সুবোধের বাবার মতো ওর কোনও বোধ ছিল না। তাই বাবার মতো তার আর মোড়লগিরি করা হয়ে ওঠেনি। সাধারণ সহজ কথাও বুঝতে ওনার অনেক সময় লেগে যেত। গায়ের লোকের চোখে বোকাসোকা সাদাসিধে মানুষ। সেই সুবোধ বিশ্বাস সন্ন্যাসীর ড্রেস পরে বসে রয়েছে। আমি বললাম, কী সুবোধ দা, "তুমি এখানে!"

"ওই সবাই মিলে ধরে, তাই আমি এখানে থাকি।" সুবোধদা এই কথা বলে আলুক ফালুক করে চেয়ে থাকল, কেউ কিছু বলে কিনা!

তারপরে আমাদের ক্লাসের স্বপন ঘোষের দিকে চোখ গেল। ওর পরনেও সন্ন্যাসীদের পোশাক। ওকে দেখে আমি খানিকটা আশ্চর্য হলাম। বয়সে একটু বড় স্বাস্থ্যবান হলেও আমার মতো একটা ছেলেই সন্ন্যাসী হয়েছে। স্বপন পড়াশুনায় মাঝামাঝি। ও ক্লাসের মাঝের দিকেই বসে। বন্ধুত্ব না থাকলেও আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এখানে কি করছ?

স্বপন খোলসা করল, "এবারে সন্ন্যাসী হয়েছি। আমরা এই পাঁচজন মূল সন্ন্যাসীর সাহায্যকারী। এক মাস ধরে আমরা সন্ন্যাস পালন করব। এরপরে আর যারা আসবে তারাও থাকবে। আমাদের মূল সন্ন্যাসী ক্ষিতিশ বিশ্বাস। বয়স হয়েছে তো, উনি অনেক কাজই আমাদের উপরে ছেড়ে দেন। এই সুবোধ দা আমাদের মূল সন্ন্যাসীর প্রধান সহযোগী। খেজুর গাছের কাটা ভাঙার কাজ উনি প্রতিবার করেন। আর আমরা কাদামাটির মধ্যে ছোট ছোট ঝাঁপ দিই। তুমি কিন্তু আমাদের এখানে মাঝেমধ্যে এসো।

আমার তো খুব ভালোই হল। সাথে সাথেই ওকে বললাম, "আসব তো বটেই, তুমি না বললেও আমি আসতাম। আর এখন তো বেশি বেশি করে আসব। সে অনুমতি পেয়ে গিয়েছি। আসলে গাজনের কোন কিছুই আমার দেখা হয়নি। চড়কের মেলায় অনেক গিয়েছি।" 'এবার যাই' বলে সেখান থেকে আমি চলে এসেছিলাম।

একদিন দুপুরবেলা বিশ্বাসপাড়ায় বালাকি দল আসল, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে, 'বলতে বলতে। দিদি সাথে সাথে ভিতরের কল থেকে এক বালতি জল এনে সারা উঠানটা ছড়িয়ে দিল। তারপরেই ওরা নাচ আরম্ভ করল। সেদিনই আমি শিব পার্বতীর ঘুরে ঘুরে নাচ আর বালাকি গান শুনলাম।

" নাচরে, ও শিব নাচরে,
নবীন কৃত্তনের মাঝে
নন্দী ভৃঙ্গী আছে সঙ্গে
মৃদঙ্গ বাজিল রে।
শিব নাচে, পার্বতী নাচে রে... "

সেদিনই বুঝেছিলাম, গ্রামের জীবন কতটা সরল সাদাসিধে। পাড়ায় পাড়ায় খানিকটা বিভেদ নিয়ে বসবাস করেও এমন একটা সময় আসে, যখন এক ও একআত্মা। রেখা সুফলদের ব্যাপারটায় যেমন দেখেছিলাম। এই গাজন উৎসবেও মিলনের রূপ দেখলাম।

চড়ক পুজোর সমস্ত পদ্ধতি আমি দেখেছিলাম। এমনকি মাঠে যে দুদিন নববর্ষের মেলা বসেছিল, সেখানে ঘুরে ঘুরে সবকিছুই দেখতাম। বেচা-কেনা, দোকানদারি। দিদি আমাকে আর ঝুনুকে নিয়ে একদিন মেলায় গিয়েছিল। ঝুনু তখনও কোলেই থাকে। দিদি ওকে একটা খেলনা কিনে

চলবে...

গাইঘাটার রামপুর পল্লীমঙ্গল সমবায়ে জয় তৃণমূলের

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ জুন ছিল গাইঘাটা ব্লকের রামপুর পল্লীমঙ্গল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর পরিচালক সমিতি গঠনের নির্বাচন। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ছাড়াও সিপি আই এম দলের সমর্থকগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহন করেন। বিজেপি ও তৃণমূল ৬টি আসনের ৬টিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিলেও সি পি আই এম ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মোট ৬৬৬ জন ভোটারের মধ্যে এদিন ৫১৪ জন ভোট দান করেন। সন্ধ্যার পর গণনা শেষে হলে দেখা যায়, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের পরাস্ত করে ৬টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীগণ জয়লাভ করেন। গননা শেষে দলীর কর্মী সমর্থকগণ বিজয়ী প্রার্থীদেরকে নিয়ে আবির খেলেন, এলেকায় বিজয় মিছিল করেন।

পূর্ব বারাসাত সমবায়ে ইফকোর কৃষক সভা

সংবাদদাতা ঃ গাইঘাটা সুটিয়া অঞ্চলের পাঁচপোঁতা গ্রামের পূর্ব বারাসাত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে গত ১৩ জুন এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের ঐতিহ্যবাহী এবং প্রথম সার প্রস্তুতকারী

সমবায়, ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ (IFFCO) আয়োজিত এদিনের কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় সমিতির সদস্য এলেকার বিভিন্ন গ্রামের ৮২ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমবায় সমিতির অন্যতম কর্নধার অমল বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন, ইফকোর জেলার ক্ষেত্র প্রবন্ধক এবং বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি,এ,পি (তরল সার) কৃষি জামিতে ও ফসলে ব্যবহারের গুনাগুন ও প্রয়োগ পদ্ধতি সবিস্তারে কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ইফকোর অন্যতম প্রয়োজনীয় সার সাগরিকা, বায়ো ফার্টিলাইজার, প্রাকৃতিক পাটশ সহ বিভিন্ন কীটনাশকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে সমবেত কৃষকদের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন। এদিনের কৃষি আলেচনা চক্রে উপস্থিত কৃষিজীবী মানুষজনের মধ্যে সভাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত কবি ও সাংবদিক প্রতাপ মোহন

সংবাদদাতা ঃ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমীর চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সেবা ফার্মার্স সমিতি

আয়োজিত ৬৬ তম মাসিক সাহিত্যসভা ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। পৌরোহিত্য করেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, ছিলেন সাংবাদিক প্রলয় দত্ত ও শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে সেবার সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার মাসিক সাহিত্যসভা উপলক্ষ্যে কবি সম্মেলন ও গুণাজন সংবর্ধনাসহ সেবা সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন।

সাহিত্য সভায় কচিকাঁচাদের কণ্ঠে সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য চর্চার উপর আলোকপাত করে ভাস্যপাঠ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বরূপা পাল। বিশিষ্ট কবি বরুণ হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত কবিতীর্থ পত্রিকাটি সেবার সম্পাদক গোবিন্দবাবুর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কবি ও নাট্যকার বরুণ বাবু। এদিনের গুনীজন সংবর্ধনায় প্রবীণ কবি ও সাংবাদিক প্রতাপ মোহন চট্টোপাধ্যায়কে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, মানপত্র ও স্মারক সহ নানা উপাহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত কবি ও সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও সাহিত্য পাঠ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কমল কৃষ্ণ পাইকের সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

সাংসদ মমতা ও বিধায়ক মধুপর্ণাকে সংবর্ধনা পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্য সভার সাংসদ ও দলনেত্রী মমতা ঠাকুর ফের দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হওয়ায় অতিশয় খুশি দলের অনুগামী পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস পার্শ্ব শিক্ষক সমিতি। গত ৭ জুন তৃণমূল অনুগামী পার্শ্ব শিক্ষকগণ ছাড়াও শিক্ষা সহায়ক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাংসদ মমতা ঠাকুরকে পুষ্প স্তবকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এদিন শুধু দলনেত্রী মমতা ঠাকুর নয়, তাঁর কন্যা বাগদার নবনির্বাচিত বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরকেও পার্শ্ব শিক্ষকগণ বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পার্শ্বশিক্ষক সমিতির জেলা কমিটির সাধরন সম্পাদক শুভঙ্কর মণ্ডল জানান, তাঁদের সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধির জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন। দলীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হয়েছেন। সাংসদ মমতা ও বিধায়ক মধুপর্ণা জানান, খুব শীঘ্রই তারা পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবির বিষয়টি দলের উর্দ্ধতন নেতৃত্বের নজরে এনে দাবি পূরণে সচেষ্ট হবেন।

কন্যার জন্মদিনে বিদ্যালয়ে পাখাপ্রদান অভিভাবক পিতার

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেবাঙ্কিতা দাস, গাইঘাটা পূর্বচক্রের ভেন্নাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির পড়ুয়া। ছিল বছর পাঁচেকের অঙ্কিতার জন্মদিন। শুভ জন্মদিনে তাঁর শিক্ষক পিতা অনুপ কুমার দাস বিদ্যুৎচালিত একটি পাখা ও বেশ কিছু লজেন্স নিয়ে স্কুলে আসেন। ছোট অঙ্কিতা তার স্কুলের সকল বন্ধুদের হাতে লজেন্স তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। সহপাঠী সকল শিক্ষার্থীগণ তাদের ছোট্ট বন্ধু অঙ্কিতাকে তার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানায়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে থিয়েট্রিক্সের বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ জুন মধ্যাহ্নে ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পি,আর ঠাকুর মুক্ত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন

করে ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স আয়োজিত বিদ্যালয় ভিত্তিক নাটক ও মূকাভিনয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিতেশ বিশ্বাস, ছিলেন সহকারি প্রধান শিক্ষক শুভাশিস চন্দ, বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীমান সমাদ্দার ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, আয়োজক সংস্থা থিয়েট্রিক্সের কর্নধার জগদীশ ঘরামী বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান এবং উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে লেখাপড়ার সাথে-সাথে খেলাধূলো ও সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। প্রধান শিক্ষক অজিতেশ বাবু সমবেত শিক্ষার্থীগণকে মনযোগ সহকারে আয়োজিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহনের আহ্বান জানান।

থিয়েট্রিক্সের পরিচালক ও প্রশিক্ষক শ্রী ঘরামী জানান, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে অনুষ্ঠিত কর্মশালা শেষে আগামী ২৯ জুন গোবরডাঙার নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রে কর্মশালায় প্রস্তুত নাটিকাটি মঞ্চস্থ হবে। কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষনার্থী পড়ুয়াগণের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গোবরডাঙায় নাবিক নাট্যম এর নাট্যমিলন উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে গত ১৩ জুন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় নাবিক নাট্যম আয়োজিত নাট্যমিলন উৎসব ২০২৫। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অর্থানুকুল্যে আয়োজিত উৎসবের শুরুতে হয় নাটকের সেমিনার। 'দর্শক ও অভিনেতার সম্পর্ক' বিষয়-কে নাট্য সেমিনার আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন রাজ স্থানের রং সংস্কার থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার ড. দেশরাজ মিনা এবং মোনালিসা দাস, এছাড়াও ছিলেন প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী ও খড়দা থিয়েটার জোনের পরিচালক তপন দাস। বিশিষ্ট বক্তাগণ বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সেমিনার পরিচালনায় নাবিক নাট্যমের নির্দেশক ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা জীবন অধিকারীর মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে।

নাট্য আলোচনা শেষে পরিবেশিত হয় নাবিক নাট্যম প্রযোজিত নতুন নাটক 'নিহত শতাব্দী'। নাটকটি ইতি মধ্যেই নাট্যমোদী দর্শক সাধারনের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। এরপর পরিবেশিত হয় মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টার এর ৩০ জন মূকাভিনেতার অভিনয়ে সমৃদ্ধ ধীরাজ হাওলাদার নিদেশিত মূকা নাটক 'মেরা মাটি মেরা দেশ' অনুষ্ঠানটি সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সবশেষে মঞ্চস্থ হয়, নাবিক নাট্যমের সকলের ভালো লাগার নাটক, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিরচিত দর্পন। নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। সব কিছু মিলিয়ে নাবিক নাট্যম আয়োজিত এদিনের নাট্যমিলন উৎসব বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অস্ত্রের কোপ, জখম ৬, ধৃত ১

প্রথমপাতার পর...

কোপাতে থাকে। এই ঘটনায় মোট ছয় জন আহত হয়। তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশংখাজনক হওয়ায় তাদেরকে বারাসাত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বাকি তিন জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত গৌরব বিশ্বাসকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতের পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের সন্ধান চলছে। ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়িতে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, একজন রাজ্যসভার সাংসদ, দুইজন বিধায়ক থাকেন। মতুয়া মহা সংঘের পীঠস্থান এই ঠাকুরবাড়ি। দৈনিক বহু বাইরের মানুষ সেখানে আসেন। আর সেই এলাকাতেই এমন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠল। এই ঘটনার পর ঠাকুরবাড়ি সদস্য তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ঠাকুরনগরে আর্মস নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করছে দুষ্কৃতীরা। এখানকার ওসি ও এসপি ব্যর্থ। ঠাকুরবাড়িতে পুলিশে, নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে কিছুই করা হয়নি।

একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়

মন্দিরা চক্রবর্তী

হ্যারিকেনের আলোয় পড়ছি আমরা ভাইবোন।
বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার যেন কুচ বরণ!
বইয়ের দিকে চোখ দিয়ে পড়ছি, হঠাৎ—
বাইরে চোখ পড়তেই চিৎকার তৎক্ষণাৎ!
মা চলে এলো এক দৌড়ে
বলতে বলতে "কি হলো রে, কি হলো রে?"
আমার মুখে নেই কথা, বিস্ফারিত চোখ—
সে চোখ দুটি যেন বাইরে তাকিয়ে করছে কিছু পরখ।
তারপর অস্ফুটে বেরোলো ভূ উ উ ত!
মা বললো, "কোথায় ভূত?"
মা আমার ভীষণ সাহসী!
ভূত- টুত করেনা বিশ্বাস- ই!
আলো হাতে টেনে নিয়ে গেলো আমাকে বাইরে,
গিয়ে দেখি কোথাও ভূত- টুত নাইরে!
ঝুলছিলো কলার শুকনো একটি পাতা।
বৃষ্টির জলে নড়ছিলো তা যেন ভূতের মাথা।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩
৭০৭৬২৭১৯৫২

সুটিয়ার রথযাত্রা এবারে ৫২তম বর্ষে

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের পূর্ব সুটিয়া অগ্রগামী ক্লাব পরিচালিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এবারে ৫২তম বর্ষে পদার্পন করছে। উদ্যোক্তারা রথযাত্রা উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন করেছে। আগামী ২৭জুন পূজা ও আরতি ও জগন্নাথ বন্দনা এবং মধ্যাহ্নে সুটিয়া থেকে গাজনা পর্যন্ত রথযাত্রার মধ্যদিয়ে ১০ দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হবে।

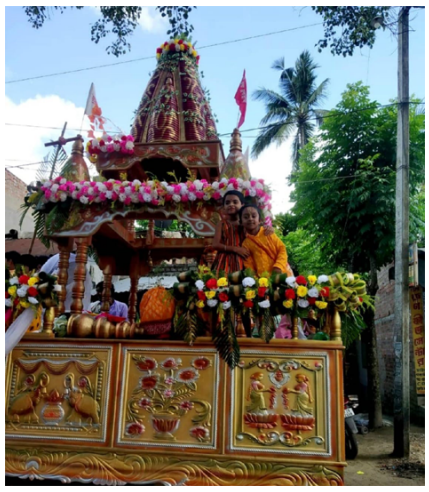

বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে গীতাপাঠ, বিতর্ক, আবৃত্তি, অংকন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা। রয়েছে মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান, পুতুলনাচ এবং আকর্ষনীয় স্পন্দন হাজমাতালি ধামাকার অনুষ্ঠান। অন্যতম সংগঠক রমেশ চন্দ্র দাস জানান, ৪ জুলাই ভালো পঠন পাটনের জন্য এলেকার ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। ৫ জুলাই উল্টোরথ যাত্রা। এরপর দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ শেষে চলচ্চিত্র প্রদর্শন। পরদিন বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আয়োজিত রথযাত্রা উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে বলে শ্রী দাস আরোও জানান, সুটিয়ার আসন্ন এই রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে আপামর গ্রামবাসী ও এলেকার ধর্মপ্রান মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চিরন্তনের নাট্য উৎসবে লক্ষ্মীপুর মহলা নাট্যমের নাট্যানুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ গোবরডাঙা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার হলে গত ১৪ ও ১৫ জুন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল চিরন্তন এর বঙ্গনাট্য উৎসব-২০২৫। প্রদীপ

প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন করেন নাট্যব্যক্তিত্ব আশিষ চ্যাটার্জী ও আশিষ দাস, ছিলেন গোবরডাঙার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। উদ্বোধন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী জয়ন্ত বিশ্বাসের নির্দেশনায় কচিকাঁচাদের নৃত্যানুষ্ঠান 'গণেশ বন্দনা' সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। এদিন সৃষ্টি সালকিয়া প্রযোজিত বাস্তব ভিত্তিক নাটক দন্ডপানীর দন্ড উপস্থিত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে।

দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় গোবরডাঙা মুকুলিকার কর্নধার আস্তিক ও অনিমা পরিবেশিত শ্রুতিনাটক সমবেত দর্শক সাধারনের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। উৎসবের শেষ নাটক লক্ষ্মীপুর মহলা নাট্যম প্রযোজিত, সংস্থার প্রধান সুকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত ও সোনালী ভট্টাচার্য নির্দেশিত স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর সকলের ভালো লাগার নাটক 'একটি চন্দ্রোদয়ের স্বপ্ন' সমবেত দর্শক ও শ্রোতাদের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

বসিরহাট নাট্য সমন্বয়ের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ বসিরহাট মহকুমা নাট্য সমন্বয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় নাটকের কর্মশালা। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নাট্য কর্মশালায় মহকুমার নাট্যদলের সদস্যরা অংশ নেয়। বসিরহাট মহকুমার নাট্য সমন্বয় বিশেষ করে এলেকার শিশু কিশোরদের নাটকের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন বলে উদ্যোক্তরা জানালেন। মহকুমার ন্যাজাট সুন্দরবন নাট্যোৎসব কমিটির দেবায়ন জলসা ঘরে অনুষ্ঠিত এই নাটকের কর্মশালাকে ঘিরে অংশগ্রহনকারী কচি-কাঁচাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

ফের ভুয়ো ভোটার। যশোরের বাবলু মিঁয়া বাগদার বাবলু মন্ডল

প্রতিনিধি ঃ ফের ভুয়ো ভোটার। যশোরের বাবলু মিঁয়া বাগদার বাবলু মন্ডল। বাবলুর দু'দেশের পরিচয় পত্র নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক, বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বাগদার এক বাসিন্দা। বাগদার এক বাসিন্দা বাবলুর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

অভিযোগ, বাবলুর বাড়ি যশোরের বেনাপোলে। তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আদালতে মামলা চলছে। বাবলু একজন বাংলাদেশী দুষ্কৃতী। সে বাগদার রামনগর এলাকায় বসবাসকারী হিসেবে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে। বাবার নাম রয়েছে ইমান আলি। বনগাঁ সংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, বাবলু বাংলাদেশী দুষ্কৃতী। ভারতে এসেও চোরা চালানোর সঙ্গে যুক্ত। এরা তৃণমূলের সম্পদ। তাই এদের ভোটের তালিকায় নাম তুলে দিয়েছে তৃণমূল। অভিযোগ অস্বীকার করে বাগদা পূর্ব ব্লক সভাপতি তৃণমূলের পরিতোষ সাহা বলেন, রামনগর এলাকায় বাবলু নামে তারা কাউকে চেনেন না। ভুয়ো ভোটার, ভুতুড়ে ভোটারের বিরুদ্ধে দল অভিযান করছে। যদি এমন কেউ থেকে থাকে, প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গা ঢাকা দিয়েছে বাবলু।

পরিবেশ দিবসে বৃক্ষচারা বিতরণ বারাসাত বিসসি'র

সংবাদদাতা: বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর মত সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বেশি বেশি করে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। আর গাছ লাগানোর মত বিষয়কে সামাজিক আন্দোলন এর হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে বারাসাত ইনিসিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল সোশ্যাল ইমপেক্ট (বিসসি) সংগঠন বিভিন্নভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে গত ৫জুন ২০২৫ তারিখে বিসসি সংগঠন এর উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত-১ ব্লক এর কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীন কালিয়ানি গ্রামে বিভিন্ন ধরনের ফলজ গাছের চারা গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েত এর স্বনির্ভর সমষ্টির CSP আধিকারিক সহ বিভিন্ন

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিসসি সংগঠন এর সদস্যরা। অনুষ্ঠান শেষে গ্রামবাসীরা জানান যে, এই ধরনের উদ্যোগ তাদের গ্রামে আয়োজিত হয়েছে এবং তারা বেশি বেশি করে গাছ লাগানোর মাধ্যমে তাদের গ্রামের পরিবেশ সংরক্ষণ এর উপর জোর দেবেন।

মমতা ঠাকুরকে কটূক্তি, রাস্তা অবরোধ

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের দলীয় সভায় রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরকে গালিগালাজ করার অভিযোগে চাঁদপাড়ায় যশোর রোডের উপর রাস্তা অবরোধ করল মতুয়ারা। জানা যায়, গোবরডাঙ্গায় তৃণমূলের একটি দলীয় সভায় তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুরের যাত তুলে গালিগালাজ করে চৌবেড়িয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সুনীল সরকার— এমনই অভিযোগ এনে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ করেন এক মতুয়া ভক্ত। অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করার হুশিয়ারি দিয়ে টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**